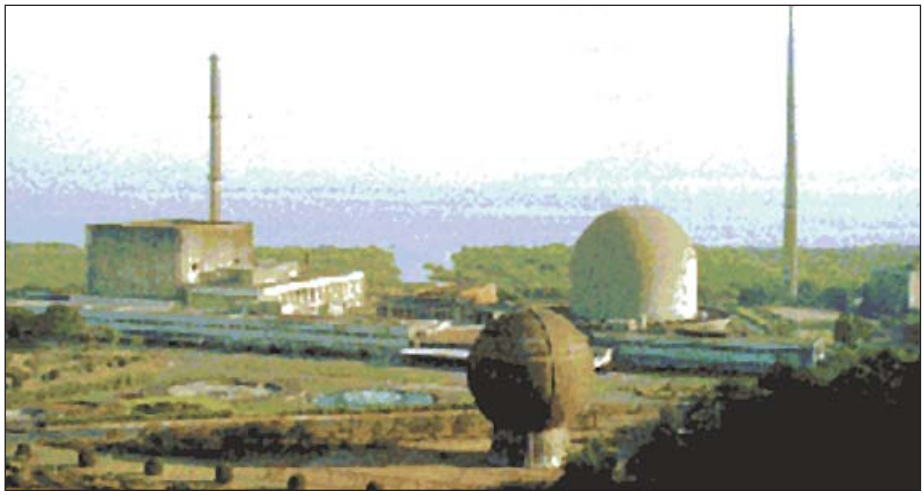

পারমাণবিক ক্লাবে ভারতের অভিষেক

লিখেছেন **শওগাত আলী সাগর**

বুশ প্রশাসনের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য এর চেয়ে যুৎসই কোনো উপমা আর কি হতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশ ভারতকে পারমাণবিক ক্লাবের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির মার্কিন ঘোষণার পর প্রভাবশালী মার্কিন পত্রিকা 'ওয়াশিংটন পোস্ট' তার সম্পাদকীয়তে এই উপমাটিই ব্যবহার করে। ওই সম্পাদকীয় নিবন্ধটির শুরুর লাইনটিই হচ্ছে, 'বুশ প্রশাসনের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে 'জুয়াড়ি' হিসেবে। মার্কিন প্রশাসনের বিশেষ পারদর্শিতা আছে জুয়া খেলায়। ভারতকে 'দায়িত্বশীল' পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র বিকাশে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মাধ্যমে নতুন একটি জুয়া খেলার দিকে হাত বাড়িয়েছে বুশ প্রশাসন।' নতুন এই জুয়ার আসরে আপাতদৃষ্টে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই মুখ্য খেলোয়াড়। কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আরো অনেক দেশই যে এই জুয়ার আসরে নিজেদের রাজনীতির ভাগ্য নিয়ে হারজিতের খেলায় নামতে পারেন, সেই আশঙ্কার কথা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আর এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলে বিশ্বব্যাপী নতুন করে যে অশান্তির ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করবে সে ব্যাপারে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষকরা ইতিমধ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে শুরু করেছেন। এক

বিলিয়ন জনসংখ্যার দেশ ভারত বিশ্বলয়ে তার সদর্প এবং সুসংহত উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে অনেক আগেই। দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির এই দেশটি ইতিমধ্যে সফটওয়্যার, ওষুধ, কম্পিউটার সেবা ইত্যাদি খাতে বিশ্ববাণিজ্যের শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। 'এশিয়ার সুপার পাওয়ার' চীনের সঙ্গে অর্থনীতিতে একধরনের পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা ভারত করে যাচ্ছিল প্রকাশ্যেই। সেই ভারত এখন বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নতুন এক শক্তি কিংবা শক্তিমান অভিনেতা হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে।

মনমোহন সিংয়ের ভারত সফর নিয়ে মার্কিন মিডিয়ায় যে মাতামাতি হয়েছে, সেটি সাধারণত মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানরা তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশে গেলে হয়। বিশ্বের সুপার পাওয়ার মার্কিন মিডিয়া তাহলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এতোটা হৈ চৈ বাধিয়ে দিলো কেন? হৈ চৈটা আসলে বাধিয়েছে মার্কিন সরকার, খোদ জর্জ বুশ। মনমোহন সিংকে প্রেসিডেন্ট বুশ যে উষ্ণ অতিথেয়তা দেখিয়েছেন তা বিরল ঘটনা বলে মার্কিন মিডিয়াই মন্তব্য করেছে। প্রেসিডেন্ট বুশ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে হোয়াইট হাউজে একান্ত ভোজে আপ্যায়িত করেছেন। এই ভোজসভায় বুশ ও মনমোহনের একান্ত একটি মুহূর্তের ছবির নিচে মার্কিন মিডিয়ায় ক্যাপশান দেওয়া হয়েছে, 'সাদা হস্তীর মতোই বিরল একটি মুহূর্ত'। মনমোহনের এই সফরকালেই প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষণা দিয়েছেন, ভারত এখন বেসামরিক পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অন্য যে-কোনো দেশ থেকে বেসামরিক পারমাণবিক অস্ত্রের জ্বালানি ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্র এই ঘোষণা দিয়ে ভারতের জন্য কয়েকটি অবশ্যপালনীয় শর্তও আরোপ করেছে। এগুলো হচ্ছে, ভারত বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচির বিকাশ ঘটাবে, তবে আন্তর্জাতিক পরিদর্শক দলকে যে কোনো সময়ে পরিদর্শনের অনুমতি দিতে হবে। তাদের নিরাপত্তা শর্ত অনুসরণ করতে হবে। নতুন করে পারমাণবিক অস্ত্রের পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষা করতে পারবে না। এই প্রযুক্তি অন্য কোনো দেশের কাছে বিক্রি করতে পারবে না। সামরিক ও বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচি পৃথক রাখতে হবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে এমন একটি ব্যবস্থার দিকে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছে, সেটি যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা জানতেন। কিন্তু পাছে এ নিয়ে কোনো উটকো সমালোচনা শুরু হয়, সে জন্য এই সংক্রান্ত আলোচনাকে মিডিয়ার গোচরীভূত হতে দেওয়া হয়নি। ফলে বুশ প্রশাসন পারমাণবিক ক্লাবের নতুন সদস্য দেশটিকে স্বাগত জানিয়ে যখন বক্তব্য রাখেন তখন বিশ্বব্যাপী এক ধরনের বিস্ময় সৃষ্টি হলেও দুটি দেশের শীর্ষব্যক্তিদের চোখেমুখে একধরনের তৃপ্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ভারত পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনের খবর নতুন কিছু নয়। ভারত প্রতিবেশী দেশ চির প্রতিদ্বন্দ্বী

পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে চমক সৃষ্টি করেছে অনেক আগেই। তবে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর প্রবল চাপের কারনে এ নিয়ে ভারত প্রকাশ্যে আর বেশিদূর এগুতে পারছিলো না। কিন্তু বিশ্বরাজনীতির পরাক্রমশালী মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে উদ্যোগী হয়ে যখন ভারতকে নতুন পারমাণবিক শক্তির দেশ হিসেবে অভিষেক ঘটান, তখন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা হতচকিত হয়ে পড়েন বৈকি! বাস্তবে হয়েছেও তাই।

নানা প্রশ্নের ডালপালা বিস্তার করছে জনমনে সর্বত্র। বুশ প্রশাসনের এই ঘোষণা কি খুব সহজেই কার্যকর হয়ে যাবে? তাহলে বিশ্বরাজনীতির খেলায় নয়া মেরুকরণ কিংবা সমীকরণ কি হবে? আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বা হঠাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় একটি পারমাণবিক শক্তির দেশ দেখার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন কেন? যেখানে বুশ প্রশাসনই ইরান ও উত্তর কোরিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশ রোধে চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন।

এটি ঠিক যে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে একটি যৌথ ইশতেহারে ঘোষণা দেওয়াতেই ভারত পারমাণবিক ক্লাবের সদস্য হয়ে গেলো, বিষয়টি অতোটা সরল নয়। প্রথমত পারমাণবিক অস্ত্র বিকাশ রোধে একটি আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে, প্রেসিডেন্ট বুশকে সেই আইনটির সংশোধন করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে কংগ্রেসের অনুমোদনের। পারমাণবিক শক্তির বিস্তার রোধে সক্রিয় অন্যদেশগুলো এ নিয়ে কি অবস্থান নেয় সেটিও কিন্তু বিবেচ্য বিষয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, কংগ্রেসে বুশের রিপাবলিকান পার্টির একক নিয়ন্ত্রণ আছে। 'চীনের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ক্রমবিকাশ নিয়ে মার্কিন সরকারের দুশ্চিন্তা'ই নতুন প্রস্তাবনাটি অনুমোদনে সহায়ক হবে। তবে পত্রিকার খবর বেরিয়েছে, কংগ্রেসের একটি রিপোর্টে ভারতের সঙ্গে বুশ প্রশাসনের পারমাণবিক জ্বালানি চুক্তির সমালোচনা করা হয়েছে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই অবস্থান পারমাণবিক শক্তির বড় দেশ বিশেষ করে চীন এবং রাশিয়াকে ভুল বার্তা পৌঁছে দেবে। এই দুটি দেশই বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী। কিন্তু রাশিয়া এবং চীন যাতে অন্যকোনো দেশের কাছে কোনো ধরনের অস্ত্র বিক্রি করতে না পারে, সেজন্য খোদ যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রবল আপত্তি রয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে অনেক দেশই তো 'পারমাণবিক শক্তির দেশ' হিসেবে উঠে আসার স্বপ্ন পরিত্যাগ করেছে।

পারমাণবিক ক্ষমতার বীভৎসতা থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতেই ১৯৭০ সালে স্বাক্ষরিত হয় পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স ও রাশিয়া-এই পাঁচটি দেশই কেবলমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও সংরক্ষণের অধিকার পায়। পৃথিবীর ১৮২টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে পারমাণবিক শক্তির বিস্তার রোধের সপক্ষে অবস্থান নেয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, উপমহাদেশের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভারত বা পাকিস্তানের কেউই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি। বরং দুটি দেশই নিজেদের পারমাণবিক শক্তি বাড়ানোর দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়।

পাকিস্তানের মতো ভারতও কখনোই পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তাররোধ কর্মসূচীতে স্বাক্ষর করেনি। দেশটি গোপনে পারমাণবিক অস্ত্রবিকাশ এবং ভুগর্ভে পরীক্ষামূলক সফল বিস্ফোরণ ঘটাবার পর বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক পরিদর্শক দল পাঠানোর কথা উঠেছে

সাধারণত পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ কর্মসূচি প্রতি পাঁচ বছর পরপর পর্যালোচনা হয়। গত পর্যালোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ইরান এবং উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক শক্তি খর্ব করার প্রস্তাব তোলে। অপরদিকে মিশর ইসরাইলের পারমাণবিক ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ওই পর্যালোচনায় যুক্তরাষ্ট্রও প্রচন্ড চাপ ও সমালোচনার মুখে পড়ে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সম্ভার কমানোর জোর দাবি ওঠে। বাস্তবে ইরান এবং উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হলেও ইসরাইলের পারমাণবিক অস্ত্র কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব নিয়ে কোনো আলোচনার সূত্রপাত পর্যন্ত হয়নি।

১১ সেপ্টেম্বরের সহিংস ঘটনার পর পাকিস্তানের সঙ্গে বুশ প্রশাসনের দহরম মহরম অনেকাংশেই বেড়েছে। তা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন ইসলামাবাদকে পারমাণবিক ক্লাবের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা তো দূরের কথা, তাদের পারমাণবিক ক্ষমতা নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন।

পাকিস্তানের মতো ভারতও কখনোই পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তাররোধ কর্মসূচীতে স্বাক্ষর করেনি। দেশটি গোপনে পারমাণবিক অস্ত্রবিকাশ এবং ভুগর্ভে পরীক্ষামূলক সফল বিস্ফোরণ ঘটাবার পর বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক পরিদর্শক দল পাঠানোর কথা উঠেছে। কিন্তু ভারত পারমাণবিক অস্ত্রকেন্দ্রে কোনো পরিদর্শককে ঢুকতেই দিতে সম্মত হয়নি। নতুন ঘোষণা অনুসারে, ভারতের বেসামরিক পারমাণবিক অস্ত্রকেন্দ্রগুলো আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদল পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন, কিন্তু সামরিক পারমাণবিক কেন্দ্রটি নয়। ভারতকে হঠাৎ করে এতো ছাড় দিতে শুরু করেছেন কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ? এই প্রশ্নই এখন আলোড়িত করছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে।

চাঞ্চল্যকর একটি তথ্য দিয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পেন্টাগন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকাটি বলেছে, ভারতকে পারমাণবিক ক্লাবে অন্তর্ভুক্তির স্বীকৃতির বিনিময়ে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম কিনবে। এর মধ্যে কিছু সরঞ্জামাদি রয়েছে যা ভারত তার সীমান্ত অভ্যন্তরে ব্যবহার করলেও তা দিয়ে চীনের সামরিক তৎপরতাকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। এই তথ্যের ভেতরই ভারতকে পারমাণবিক ক্লাবের নতুন সদস্য হিসেবে অভিষিক্ত করার পেছনের কারণ লুকিয়ে আছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। বলা হয়ে থাকে, মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে। টেক্সাসের অস্ত্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা দিতেই বুশ ইরাক আক্রমণ করেছেন বলেও গুঞ্জন রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে ৫ বিলিয়ন ডলারের সামরিক উপক্রম বিক্রির ব্যবসা পাওয়া একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো কোনো ঘটনা নয়। তা ছাড়া ভারতকে তো তার পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারে নানা উপাদান সংগ্রহ করতেই হবে। ফলে ধারাবাহিক একটি ব্যবসার সুযোগ তৈরি করে বুশ প্রশাসন ভারতকে উপমহাদেশের রাজনীতিতে একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে বলা যায়। ব্যবসার বাইরে এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে ভারতকে পাওয়া গেলে সে তো সোনায়-সোহাগা। অপরদিকে চীনের ক্ষমতার ভারস্যাম্য স্থাপনের জন্য বিকল্প একটি দেশও যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিককালে চীন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বইকি! চীনের কোনো সেনা কর্মকর্তা যদি ঘোষণা দিয়ে বসেন, তাইওয়ান প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে চাইলে সেটি পারমাণবিক যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে পারে, আর সেক্ষেত্রে চীন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় অংশ ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। যুক্তরাষ্ট্রকে তো তখন বাধ্য হয়েই চীনের ব্যাপারে সতর্ক হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের সঙ্গে তাদের নতুন এই উদ্যোগে।

বিশ্বরাজনীতিতে নতুন অপ্রতিরোধ্য এক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে চীন। অর্থনীতি, তেলের রাজনীতি কিংবা সামরিক রাজনীতির খেলায় চীন এখন অবশ্যই পাত্তা দেওয়ার মতো একটি শক্তি। দুনিয়ার মোড়লিপনা করে অভ্যস্ত বুশ প্রশাসনের ধমক ধামক বা অঙ্গুলি হেলনে চীনের উঠা বসা

এখন আর নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং চীন এখন পাল্টা যুক্তরাষ্ট্রকেই ধমক দিয়ে বসে, বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ করে জর্জ ডব্লিউ বুশকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি অর্থনীতির গতিপ্রবাহের খবরাদি যারা রাখেন, তারা সাম্প্রতিক সময়ের চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার টানাপড়েন এবং নীরব স্নায়ুযুদ্ধের খবর তাদের অজানা নয়। বলাই বাহুল্য, ইরাক নিয়ে ভয়াবহ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে প্রহর কাটানো বুশের জন্য চীন নিয়ে বাড়তি চিন্তা বিব্রতকর বইকি। আর সেই জন্য তেল কোম্পানি কেনা, মুদ্রার মান অবাধ করা নিয়ে চীনের ওপর মার্কিন প্রশাসনের চাপের কমতি নেই। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ পর্যন্ত এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রকাশ্যে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। চীনের সামরিক শক্তি কতোটা আছে সে বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। মোট কথা চীনের নতুন এক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়াটা সহজে নিতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র। আবার চীন যেহেতু ইরাক বা ইরান নয়, ফলে হুট করে চীনের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া বুশ প্রশাসনের জন্য একটু কঠিন বইকি।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই অবস্থান পারমাণবিক শক্তির বড় দেশ বিশেষ করে চীন এবং রাশিয়াকে ভুল বার্তা পৌঁছে দেবে। এই দুটি দেশই বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী। কিন্তু রাশিয়া এবং চীন যাতে অন্যকোনো দেশের কাছে কোনো ধরনের অস্ত্র বিক্রি করতে না পারে, সেজন্য খোদ যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রবল আপত্তি রয়েছে

বিশ্বরাজনীতিতে চীনকে মোকাবেলার কৌশল হিসেবেই ভারতকে পরমাণবিক অস্ত্র বিস্তারে অনুমোদন দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বলেই বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

চীনের সঙ্গে ভারসাম্য হিসেবে ভারতকে পারমাণবিক শক্তির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এই পদক্ষেপ সঙ্গতভাবেই আরো কিছু প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। দুনিয়াব্যাপী 'পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার নিরোধ' যে কর্মসূচি বিদ্যমান আছে তা কি যুক্তরাষ্ট্র শিথিল করে দিতে চাইছে? বিশ্ব কি তা হলে নতুন করে পারমাণবিক প্রতিযোগিতার উন্মত্ততায় মেতে উঠবে? যুক্তরাষ্ট্র তাহলে উত্তর কোরিয়া এবং ইরানকে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি বাতিল করতে চাপ দিচ্ছে কেন? কেন হুমকি দিচ্ছে, 'পারমাণবিক প্রশ্নে ইরানে মার্কিন সামরিক শক্তি প্রয়োগই হবে মার্কিনীদের শেষ পদক্ষেপ'?

মার্কিন কর্মকর্তারা অবশ্য ইরানের সঙ্গে ভারতে তুলনা করতে চান না। তাদের বক্তব্য হলো, পারমাণবিক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে ইরান সর্বদাই প্রতারণা (!) করেছে। অপরদিকে ভারতের অবস্থান বরাবরই স্বচ্ছ এবং খোলা। তা ছাড়া নয়াদিল্লি ওয়াশিংটনকে আশ্বস্ত করতে পেরেছে যে, তারা পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ করতে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী।

বুশ প্রশাসন যে কথাটি বলতে চায় তা হচ্ছে, ভারত দীর্ঘদিনে তার স্বতন্ত্র অবস্থানের প্রমাণ দিয়েছে। হ্যাঁ, এ কথা একেবারেই সত্য। ইরান এবং দক্ষিণ কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার চুক্তি স্বাক্ষর করলেও পরে তারা তা প্রত্যাহার করে নেয়। ভারত, পাকিস্তান কিন্তু সেই চুক্তিতে কখনোই স্বাক্ষর করে নি। ফলে তাদের বিরুদ্ধে অন্তত আর যাই হোক চুক্তিভঙ্গ কিংবা ওয়াদাখেলাপের অভিযোগ তোলা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র হয়তো বলবে, পাকিস্তানের কাদির খান কালোবাজারিতে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিক্রি করে দিয়েছে, ভারত তো তা করেনি। ওয়াশিংটন যাই বলুক না কেন, বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধের যে আন্দোলন চলছে ভারতকে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হতে দেওয়ার ঘোষণাটি সেই আন্দোলনের জন্য একটি চপেটাঘাত।

পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান নিরাপত্তা নীতি। সম্ভাব্য হুমকির দেশের বিরুদ্ধে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণের হাতিয়ার হিসেবেই বুশ এটিকে তৈরি করেছেন। ইরাকে আগ্রাসন হয়েছে এই নীতিমালার দোহাই দিয়ে। এখন ইরান এবং উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন করা হচ্ছে এই নীতিমালার দোহাই দিয়েই।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতকে পারমাণবিক ক্ষমতা চর্চার দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ায় অন্যান্য দেশগুলোতে কি প্রতিক্রিয়া হবে! সাধারণভাবে যেটি ধারনা করা যায় সেটি হলো, রাশিয়া ইরানের কাছে আরো বেশি অস্ত্র বিক্রি করতে পারে। চীন উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর কোনো অবস্থান নেওয়ার বিরোধিতা করতে পারে,পাকিস্তানে পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহ দিতে পারে। এই সবের অনেক কিছুই যেমন ঘটতে পারে, আবার কোনো কিছুই হয়তো ঘটবে না। তবে নতুন এই সিদ্ধান্তটি বিশ্বরাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার এবং আতঙ্কিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক শক্তি প্রশ্নে ছয়জাতি বৈঠকটি সিদ্ধান্তহীনভাবে স্থগিত হয়ে গেছে। ইরান তার কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে অগ্রসর হতে শুরু করেছে।

ভারতকে পারমাণবিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেশ হিসেবে তৈরি হওয়ার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদনের ঘটনা নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট তার 'অ্যা নিউ নিউক্লিয়ার এরা' শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর কিছু প্রশ্ন তুলেছে। ওয়াশিংটন পোস্টের মতে, ভারত এবং পাকিস্তান এই দুটি দেশ নিকট প্রতিবেশীই কেবল নয়, চির প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। ভারতের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি করেই পাকিস্তানও পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে পারমাণবিক শক্তির দেশগুলোর দলে ভিড়াতে চাইলে পাকিস্তান চুপ করে বসে থাকবে, সেটি ভাববার কোনো কারণ নেই।

অবশ্য প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি কন্ডোলিসা রাইস জানিয়েছেন, তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের সঙ্গে কথা বলেছেন। পারভেজ মোশারফের প্রতিক্রিয়া কি সেটি কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। ফলে পাকিস্তানের ভিন্ন কোনো মত আছে বলেই ধারণা করা যায়। পাকিস্তানও যদি পারমাণবিক শক্তির অনুমোদন চায়, মার্কিন প্রশাসন তা হতে দেবে না এটি স্বাভাবিক। ভারতকে পারমাণবিক শক্তি চর্চার অনুমোদন নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবেশী পাকিস্তানকে তা করতে না দেওয়া হলে তার প্রতিক্রিয়া এবং রাজনৈতিক পরিণতি কি হবে সেটিও কিন্তু ভেবে দেখার বিষয়। সঙ্গত কারনেই এই প্রত্যাখ্যান ভারতে-পাকিস্তান বিরোধী কট্টর লোকগুলোকে একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতায়ও শামিল করবে। পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ বলয়ের মানুষগুলোর অবস্থান ও ভাবমূর্তি উপমহাদেশের মৌলবাদী ধর্মীয় নেতাদের কাছে খানিকটা হলেও প্রশ্নবিদ্ধ করবে। ভারতকে পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্তটি সামগ্রিকভাবে পশ্চিমা বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী মানবিক আন্দোলনের সপক্ষের শক্তিকেই দুর্বল করবে। 'ওয়াশিংটন পোস্ট'ও মনে করে, ভারতের পারমাণবিক শক্তির স্বীকৃতি ইরান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ উদ্যোগকে ব্যাহত করবে। প্রশ্ন তো উঠতেই পারে, ভারত যদি এই অস্ত্র তৈরি করতে পারে তা হলে অন্যরা পারবে না কেন?

ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তারের ক্ষমতাপ্রাপ্তি বিশ্ব রাজনীতিতে এক আতঙ্ক তৈরি করেছে। ক্ষুদ্র বলয়ে উপমহাদেশের শান্তি, স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে এটি একটি হুমকি বলে মনে হচ্ছে। আর ভারতের প্রতিবেশী ক্ষুদ্রদেশগুলো? বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য এটি একটি অশুভ সিদ্ধান্ত বইকি? ভারত অবশ্য বলেছে, তারা বেসামরিক পরমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের উদ্যোগ নেবে, সামরিক নয়। প্রশ্নটি হচ্ছে, বেসামরিক পারমাণবিক অস্ত্র যে অকস্মাৎ সামরিক অস্ত্রে পরিণত হবে না, তার নিশ্চয়তা কি? 'অস্ত্র ভালবাসুন, মারণাস্ত্র'- বুশ কি বিশ্ববাসীকে নতুন এই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চাচ্ছেন? নিজেদের ব্যবসা, শক্তি অক্ষুণ্ন রাখতে বিশ্ববলয়ে অশান্তি উসকে দেওয়া, অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার এই অপ-রাজনীতি থেকে বিশ্ববাসী রেহাই পাবে কবে?